দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 FEB 2005
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে

উচ্চতর মাদ্রাসা শিক্ষা ও প্রস্তাবিত ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে নতুন করে বিতর্ক ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। এর কারণ ঘটিয়েছে গত রবিবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত কতিপয় সিদ্ধান্ত। দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, ১৯৮০ সালের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং ১৯৭৮ সালের মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যাদেশের সংশোধনী বিষয়ে গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির এই বৈঠকে উচ্চতর মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠক্রম বা কারিকুলাম প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সিদ্ধান্তে বলা হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যে পাঠক্রম প্রণয়ন করবে, তার অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিযুক্তিদানের ব্যাপারে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি কাজ করবে। এই কমিটি প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করবে এবং বিভিন্ন সুপারিশ ও প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে। জানা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরসহ সাত সদস্যবিশিষ্ট এক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা কমিটি এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের পাশাপাশি সমগ্র জাতি যখন দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা শোনার জন্য গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে, ঠিক তেমন এক সময়ে পাঠক্রম প্রণয়নসহ উচ্চতর মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত শুধু আপত্তিকর নয়, সকল বিচারে অগ্রহণযোগ্য ও নিন্দনীয়। এর কারণ, ফাজিল ও কামিলকে যথাক্রমে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স ডিগ্রীর সমান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার এবং এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয়েছে পাকিস্তান আমল থেকে। স্বাধীনতার পর বিশেষ করে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন দেশে এবতেদায়ী মাদ্রাসার জনক ও প্রবর্তক। মাদ্রাসার ফাজিল ডিগ্রীকে ব্যাচেলরের এবং কামিল ডিগ্রীকে মাস্টার্সের সমমানে উন্নীত করার এবং মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণাও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দিয়েছিলেন। দেশের প্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ও তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে এর মাধ্যমে মূল দাবী পূরণ না হওয়ায় ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে আন্দোলন ক্রমাগত জোরদার হয়েছে এবং আন্দোলনের চাপে বিভিন্ন সময়ে সরকারকে বিশেষ কমিশন গঠন করতে হয়েছে।

এ ব্যাপারে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সব সময়ই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়ে এসেছেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে গঠিত তিনটি পৃথক কমিশনের রিপোর্টেই একদিকে ফাজিল ও কামিলকে ব্যাচেলর ও মাস্টার্সের সমমানের ডিগ্রী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার এবং অন্যদিকে ঢাকায় একটি এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সুপারিশ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, গত বছরের ২ মে জোট সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে লিখিত এক চিঠিতে জানানো হয়েছিল, সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, 'ফাজিল ও কামিল ডিগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে দেশে একটি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে, আপাতত যার কার্যক্রম গাজীপুরস্থ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে শুরু করা যাইতে পারে।' এছাড়া অন্য এক উপলক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীকে 'বাস্তবভিত্তিক ও যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত' হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, 'একটি বোর্ডের মাধ্যমে ডিগ্রী ও মাস্টার্স মানের সার্টিফিকেট প্রদান কোনোমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। এটা অন্যায়। বিশ্বের কোথাও এর নজির নেই।' উল্লেখ্য, শিক্ষামন্ত্রী ফাজিল ও কামিল ডিগ্রী প্রসঙ্গেই এ মন্তব্য করেছিলেন। এর-পরপর জমিয়তুল মোদার্রেছিনের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকেও তিনি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রীর মাধ্যমে যেহেতু সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি, মনোভাব ও পরিকল্পনার প্রকাশ ঘটে এবং বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহারেও যেহেতু মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়ার অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছে, সেহেতু ধরে নেয়া হয়েছিল যে, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সময়ের বিষয় মাত্র এবং তা বর্তমান জোট সরকারের আমলেই প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে গত রবিবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে নেয়া হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত ও অগ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত।

আমরা উচ্চতর মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত করার লক্ষ্যে গৃহীত মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের তীব্র বিরোধিতা করি এবং এগুলো বাতিল করার দাবী জানাই। আমরা একই সাথে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঘোষণা এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দুই আমলের বিভিন্ন সময়ে দেয়া অঙ্গীকার অনুযায়ী অনতিবিলম্বে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার দাবীরও পুনরুল্লেখ করি। সরকারের পক্ষ থেকে যেখানে সুনির্দিষ্ট ঘোষণা ও অঙ্গীকার রয়েছে সেখানে হঠাৎ করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঠেলে দেয়ার উদ্যোগ কেন নেয়া হয়েছে, সে বিষয়েও অনুসন্ধান করা দরকার। প্রসঙ্গক্রমে সরকারকে সতর্ক করে দেয়া আমরা নিজেদের জাতীয় দায়িত্ব মনে করি। কারণ, সরকারের আশ্বাস ও অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন স্থগিত রাখা হলেও ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল দাবী থেকে সরে আসার প্রশ্ন উঠতে পারে না। বরং সরকার নিজেই [illegible] হয়েছে বা হওয়ার চেষ্টা করছে বলে মনে হলে এ দেশের তৌহিদী জনতা নতুন পর্যায়ে আন্দোলনে নেমে আসতে বাধ্য হবে, যার পরিণতি যে কোনো সরকারের জন্যই অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে উঠবে। ৯০ ভাগ মুসলমানের এ দেশে কোনো দল বা জোটকে নির্বাচনে বিজয়ী করার কিংবা ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে প্রকৃত নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা ঠিক কারা পালন করতে পারেন, সে ব্যাপারেও সকলকে চিন্তা করতে হবে। সুতরাং মূল দাবীকে পাশ কাটিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় রাখা দরকার। আমরা তাই আরো একবার ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অঙ্গীকার ও আশ্বাস পূরণের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাই। সরকারকে একই সাথে ফাজিলকে ব্যাচেলরের এবং কামিলকে মাস্টার্সের সমান স্তরে উন্নীত করে ডিগ্রী দেয়াসহ মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যেও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে ও প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিতে হবে। আর এসব বিষয়ে যে কোনো কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে যুক্ত রাখতে হবে মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত ওলামা-মাশায়েখ মাদ্রাসার শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে- তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের নয়; আমরা আশা করতে চাই, জাতীয় নেত্রী হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন, যাতে তার নিজের ও জোট সরকারের নাম ব্যবহার করে কোনো কুচক্রী মহল ফায়দা হাসিল করার এবং ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রকে এগিয়ে নেয়ার সুযোগ না পায়।